১০০ দিনে রাজ্যের বকেয়া কত?

জানতে আরটিআই তৃণমূলের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৬ আগস্ট

রাজ্যের ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনায় বকেয়া আদায়ের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজনৈতিক ভাবে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগে সরব। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলের তথ্য জানার অধিকার আইনে করা এক আবেদনের জবাবে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, ১০০ দিনের কাজে বাংলার বিপুল পরিমাণ পাওনা বকেয়া রয়েছে। রাজ্যের পাওনা আদায়ের দাবিতে ২ অক্টোবর দিল্লিতে আন্দোলন করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি।

২০১৪-১৫ অর্থাৎ প্রথম মোদি সরকারের আমল থেকে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলাকে দেওয়া টাকার তথ্য দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, 'এই আইনের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নিয়ম না মানায় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ২০২২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলার প্রাপ্য টাকা দেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছে।' সদ্য সমাপ্ত বাদল অধিবেশনে তৃণমূল সাংসদ দেবের লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি জানান, ২০২২-এর ৯ মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই খাতে কোনও টাকা দেওয়া হয়নি। তথ্য জানার অধিকার আইনের জবাব আসার পর সাকেত গোখলে জানিয়েছেন, 'গরিব মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য চালু করা এই প্রকল্প খাতে প্রতি বছর রাজ্যের প্রাপ্য ১১,০০০ কোটি টাকা। যদিও আরটিআইয়ের জবাবে মোদি সরকার জানিয়েছে, ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। সাধারণ হিসেবে স্পষ্ট হবে, মোদি সরকারের কাছ থেকে প্রকল্পের মজুরি ও সরঞ্জাম বাবদ রাজ্যের পাওনার অঙ্ক ১৭,০০০ কোটি টাকা। রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির হারের পর থেকেই সেই টাকা আটকে রাখা হয়েছে।' সাকেত জানান, শুধুমাত্র জিএসটি বাবদই বাংলা থেকে মোদি সরকার পেয়েছে ৯,০০০ কোটি টাকা। বাংলাকে বঞ্চনা প্রসঙ্গে সাকেতের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকারকে কয়েক কোটি গরিব মানুষ কর দেন। যদিও কাজের অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ, বাংলার মানুষ বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার বদলা নিচ্ছে মোদি সরকার।' তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'বিভিন্ন প্রকল্প মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্যের বকেয়া ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। যদিও রাজ্য থেকে প্রতি বছর কেন্দ্র জিএসটি আদায় করে। প্রধানমন্ত্রী মোদির ট্রেডমার্কই হল ভুয়ো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো।'